দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

[বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.০৭ শতাংশের তুলনায় বেশি। চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬.৩২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতির তিনটি বৃহৎ খাত-কৃষি, শিল্প ও সেবা-গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিগত দুই অর্থবছরে কৃষিখাতে ৫ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর বড় ভিত্তির প্রভাবে (high base effect) চলতি বছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২.৫৩ শতাংশে উপনীত হলেও এটি সন্তোষজনক। Pj‖Z 2011-12 A_e0‡i ‖¯ig‡j¨ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৯.২৯ শতাংশ, ৩১.২৬ শতাংশ ও ৪৯.৪৫ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ২০.০১ শতাংশ, ৩০.৩৮ শতাংশ ও ৪৯.৬০ শতাংশ । ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি'র ০.০৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জিডিপি'র ৮০.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। তবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ১৯.২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র ১৯.৩৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় ২০১০-১১ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৮.৭৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ২৯.৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে । বিনিয়োগ ২০১০-১১ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৫.১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৫.৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বিগত ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৪ শতাংশ ও ৬.০৭ শতাংশ। মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৭১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৩২ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) এ ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

চলতি বাজার মূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে 9,14,784 কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের জিডিপি (7,96,704 কোটি টাকা) অপেক্ষা ১৪.৮২ শতাংশ বেশি। ২০১১-১২ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে 60,350 টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি 53,238 টাকা হতে ১৩.৩৫ শতাংশ বেশি। ২০১০-১১ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫১ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে 66,283 টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল 58,083 টাকা। মার্কিন ডলার হিসেবে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৪৮ ও ৭৭২ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮১৬ ও ৭৪৮ মার্কিন ডলার। সারণি ২.১-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) দেখানো হল:

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

সূচক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৪৭৮৪
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৫০৭৭৫২	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮৯২৮	৮৬৯২১৭	১০০৪৭২৩
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.০৬	১৪.২৪	১৪.৪২	১৪.৬১	১৪.৯৭	১৫.১৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৮	৬০৩৫০
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৩৬১১৬	৪১৭২৮	৪৬৫০৪	৫১৯৫৯	৫৮০৮৩	৬৬২৮৩
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৪৮৭	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৪৮	৭৭২
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব

সারণি ২.২-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-২০১২*
১। কৃষি ও বনজ	৭০১২৪	৮০২০১	৮৯৪২৬	১০০৫৮৮	১১৩৫৮২	১২৩৮৭৭
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫২৪৬৮	৬০৫৭৮	৬৭২৪৭	৭৫৩৩৯	৮৫২৩৮	৯২৫০৮
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৭৮০	১২১১৮	১৪০০২	১৬২১৯	১৮৪৭০	২০৪৯৪
গ) বনজ সম্পদ	৬৮৭৬	৭৫০৫	৮১৭৭	৯০৩০	৯৮৭৪	১০৮৭৬
২। মৎস্য সম্পদ	১৭৭৮৩	১৯৭৯০	২১৮০৬	২৪২২৩	২৬৯৯৬	৩০৯৯৯
৩। খনিজ ও খনন	৫৩২২	৬১৫২	৭০৯১	৮১১৪	৯০৬৩	১০৩১৮
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	২৮৪৫	৩১৬৪	৩৫৯০	৪০৩৯	৪২৬২	৪৬৩১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৪৭৬	২৯৮৮	৩৫০১	৪০৭৫	৪৮০০	৫৬৮৮
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৮১১৭৮	৯৩৯০১	১০৬৪৪৫	১২০১০৮	১৩৫৫৫১	১৫৬৫৯০
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৫৭৬৮৮	৬৬৭৫৯	৭৫৬১০	৮৪৮৯৯	৯৭১২১	১১২৬২৫
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৩৪৯০	২৭১৪২	৩০৮৩৫	৩৫২০৯	৩৮৪৩০	৪৩৯৬৫
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৫৫৯০	৬০৭০	৬৫৪২	৭১৯৫	৮২১১	৯৭৭৩
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৬৭	৪৯৫৫	৫৩১১	৫৮৪০	৬৭৭৫	৮২৩০
খ) গ্যাস	৬৫১	৭১৬	৭৯৩	৮৭৬	৯০৮	৯৫৫
গ) পানি	৩৭২	৩৯৯	৪৩৮	৪৭৯	৫২৯	৫৮৮
৬। নির্মাণ	৩৭৫৪৩	৪৩৮৫৪	৫০১২৫	৫৫৬৫৮	৬৩৯৮২	৭৫৪৬৫
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	৬৬০১১	৭৮২২০	৮৮২৭৬	১০০২৯৫	১১৫৯৫৯	১৩৪৮৬০
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৩২৮৯	৩৮৮৯	৪৪৬০	৫১৫০	৫৯৯৮	৭১৭৮
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৪৮৯০৮	৫৬৯০৭	৬৪২৮০	৭১৮৮০	৮৫৪৬৫	১০০০৫৩
ক) স্থল পথ পরিবহন	৩৬৮৫৩	৪২৮৫৭	৪৮৩৬৫	৫৪১৫৯	৬৬০৮৮	৭৮৮৫৫
খ) পানি পথ পরিবহন	৩৩০৭	৩৬২১	৩৯২৩	৪২১৪	৪৫৩২	৪৯৮৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫০৯	৫৪৬	৫৮৯	৬৪৯	৭২২	৮১২
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	১৪২০	১৫৬৯	১৭৫৮	১৯৩৮	২০৭০	২২০১
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৬৮২০	৮৩১৪	৯৬৪৫	১০৯২০	১২০৫৩	১৩১৯৮
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৭৭৪৪	৮৯৫৫	১০২৪৫	১২৩০০	১৪৪৮৪	১৬৯৬৫
ক) ব্যাংক	৫৭৯৭	৬৬৫৬	৭৬১৩	৯০৬৩	১০৬২১	১২৪৩০
খ) বীমা	১৬৪০	১৯৩০	২২০১	২৭০২	৩২৩১	৩৭৯৫
গ) অন্যান্য	৩০৭	৩৬৮	৪৩১	৫৩৫	৬৩২	৭৪০
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩৪৯২৯	৩৮০৫৮	৪১৬১৬	৪৫৬৮৩	৫০৩৩৭	৫৫৫৪৬
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১২৭৪৩	১৪৪২৭	১৬৩৬০	১৮৭৫৭	২২৩৮১	২৫৪৪৯
১৩। শিক্ষা	১১৭৭৬	১৩৫৩১	১৫৪৯৪	১৭৯০৮	২১৩০৮	২৪৮০৯
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১০৩০৭	১১৮১৯	১৩৩৯১	১৫১৪২	১৭৫৮২	২০৩৩৭
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪৩৫৬৮	৫০২০০	৫৮৩৬৪	৬৮৪৬৬	৭৭৮৭৬	৯১৪৮৫
আমদানি শুল্ক	১৫৬৬২	১১৭৩৩	২০৮৭১	২২৮৫৩	২৭৯৩১	৩১০৭৮
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৪৭৮৪
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১৩.৬৫	১৫.৫২	১২.৬৪	১২.৯৪	১৪.৭৫	১৪.৮২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক

খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ১৫ টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা- এ তিনটি বৃহৎ খাতে (broad sector) বিভক্ত। এছাড়া, কয়েকটি খাত আবার একাধিক উপখাতে বিভক্ত। সার্বিক খাত হিসেবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। সার্বিক শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহ হচ্ছে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সেবা খাতের মোট উৎপাদন। সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.৩ঃ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
১। কৃষি ও বনজ	৪.৬৯	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৫.০৯	১.৭২
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৪.৪৩	২.৬৭	৪.০২	৬.১৩	৫.৬৫	০.৯৪
খ) প্রাণি সম্পদ	৫.৪৯	২.৪৪	৩.৪৮	৩.৩৮	৩.৪৮	৩.৩৯
গ) বনজ সম্পদ	৫.২৪	৫.৪৭	৫.৬৯	৫.২৩	৩.৯০	৪.৪২
২। মৎস্য সম্পদ	৪.০৭	৪.১৮	৪.১৬	৪.১৫	৫.২৫	৫.৩৮
৩। খনিজ ও খনন	৮.৩৩	৮.৯৪	৯.৮৪	৮.৮০	৪.৮০	৬.২৫
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.০৩	৮.২৬	৯.১৫	৮.১২	১.০৫	২.৯৫
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৮.৮০	১০.০১	১০.৯০	৯.৮৪	১০.৪৩	১০.৭৮
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৯.৭২	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৪৫	৯.৭৬
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৯.৭৪	৭.২৬	৬.৫৮	৫.৯৮	১০.৯৪	১০.৭৮
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.৬৯	৭.১০	৬.৯০	৭.৭৭	৫.৮৪	৭.১৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	২.১০	৬.৭৭	৫.৯১	৭.২৮	৬.৬৩	১৪.১১
ক) বিদ্যুৎ	১.০৮	৬.৬৮	৫.৩৯	৭.২১	৭.৩৩	১৫.৯৬
খ) গ্যাস	৭.৩৭	৭.৭২	৮.৪২	৭.৫১	০.৮২	৩.০১
গ) পানি	৭.০৮	৬.০০	৮.৩৯	৭.৭৭	৮.৯৯	৯.৮২
৬। নির্মাণ	৭.০১	৫.৬৮	৫.৭০	৬.০১	৬.৫১	৮.৫১
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৮.০৪	৬.৮২	৬.২১	৫.৮৭	৬.৩১	৫.৮৮
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৭.৫২	৭.৫৫	৭.৫৮	৭.৬১	৭.৫৫	৭.৬০
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.০৩	৮.৫৫	৮.০১	৭.৬৯	৫.৬৯	৬.৫৮
ক) স্থল পথ পরিবহন	৪.১৮	৪.৫৪	৫.১৭	৫.৯৮	৪.১৩	৫.৭৮
খ) পানি পথ পরিবহন	১.৭৩	২.৫৪	২.৪৬	১.০১	১.০৫	১.৯০
গ) আকাশ পথ পরিবহন	২.০১	৬.২০	৭.৩৮	৯.১৩	৮.২৬	১০.৬১
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৮.৯৩	৮.৪৫	৯.৬৪	৮.১৫	৩.৫০	৩.৪৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২৩.২৯	২১.৬৪	১৬.১১	১২.৯৫	১০.০১	৯.২৪
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৯.১৮	৮.৮৯	৮.৯৯	১১.৬৪	৯.৬৪	৯.৫২
ক) ব্যাংক	৯.৩৪	৮.৩৮	৯.০৫	১০.৪৭	৯.০৪	৯.৪১
খ) বীমা	৮.২১	১০.০৩	৮.৩৮	১৪.৮৮	১১.৫৮	৯.৮১
গ) অন্যান্য	১১.৬২	১২.৪৭	১১.১৩	১৬.১০	১০.০৮	৯.৮৬
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৭৬	৩.৭৫	৩.৮১	৩.৮৯	৩.৯৬	৪.০৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৪১	৬.২১	৭.০১	৮.৩৫	৯.৬৭	৬.০৭
১৩। শিক্ষা	৮.৯৬	৭.৮০	৮.০৫	৯.২৪	৯.৩৬	৮.৬১
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৬৪	৭.০২	৭.২০	৮.১০	৮.৩৫	৭.৯৪
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৫৮	৪.৬২	৪.৭০	৪.৭২	৪.৭০	৪.৭৬
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৭১	৬.৩২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

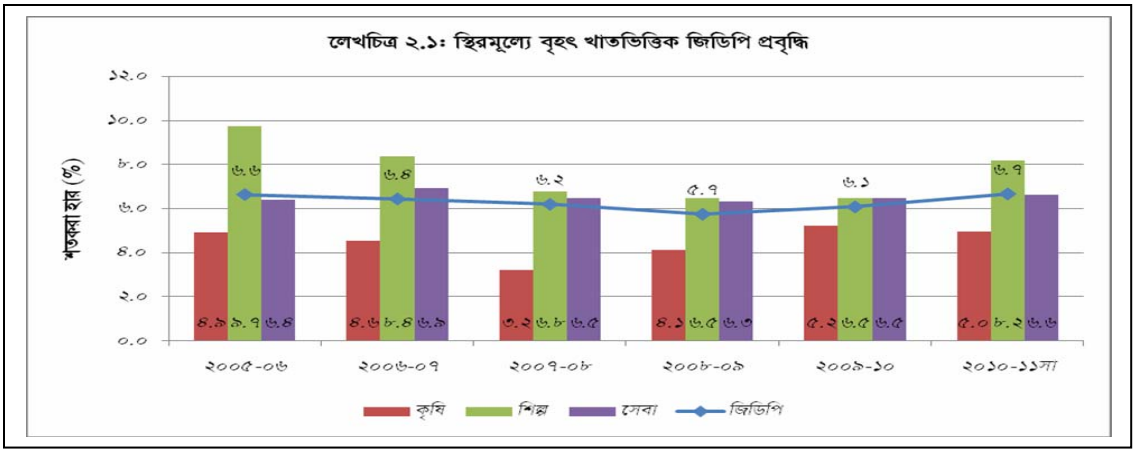

কৃষি খাত

চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদে সার্বিক কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৫৩ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৫.১৩ শতাংশ। এ খাতের শস্য ও শাকmewR উপখাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.৯৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৫.৬৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য (চাল, গম ও ভূট্টা) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৪৭.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরের মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন ৩৪৫.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন অপেক্ষা ২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এবছর আউশ ও আমনের উৎপাদন হয়েছে ১৫১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরের উৎপাদন (১৪৯.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন) অপেক্ষা ১.২৬ শতাংশ বেশি। এবছর বোরোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮৬.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরের বোরো উৎপাদন (১৮৬.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন) অপেক্ষা ০.২৬ শতাংশ বেশি। পর্যাপ্ত সার ও সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বোরোর উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩.৩৯ শতাংশ ও ৪.৪২ শতাংশ। গত অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যথাক্রমে ৩.৪৮ শতাংশ ও ৩.৯০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এভিয়ান ফ্লুর cv`fve _vKvq প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি mvgvb¨ K‡g‡Q। বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। উৎপাদন cwiw¯wZ ভাল হওয়ায় গত অর্থবছরের বড় ভিত্তির (high base) ওপর চলতি অর্থবছরে KwI I ebR Lv‡Z ১.৭২ kZvsk প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩২.২২ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট মৎস্য আহরণের (২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১১.১৪ শতাংশ বেশি। এ খাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬৭ শতাংশ, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৫.৪৬ শতাংশ।

শিল্প খাত

২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প (broad industry) খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.২৫ শতাংশ হয়েছে, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮০ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২.৯৫ শতাংশ ও অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.৭৮ শতাংশ হবে বলে mvgwqK wnmve করা হয়েছে| ২০১০-১১ অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ১.০৫ শতাংশ ও ১০.৪৩ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিরূপিত শিল্প উৎপাদন সূচক (QIP, ভিত্তিবছরঃ ১৯৮৮-৮৯ = ১০০) অনুসারে ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৭৮ শতাংশ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১০.৯৪ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের পাট, তুলা, পোশাক ও চামড়া, কাঠের আসবাবপত্র, অ-ধাতব দ্রব্য, বেসিক ধাতব দ্রব্য, ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদনসূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজ ও কাগজজাত

দ্রব্যের উৎপাদনসূচক প্রায় একই রয়েছে এবং রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম, খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনসূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

evsjv‡`‡ki cavb ißwb evRvi BD‡ivcxq AÂ‡j mve‡fŠg FY mgm¨vi cfv‡e †m AÂ‡ji †`kmg‡ni ce× k_ n‡jI evsjv‡`‡ki রপ্তানি খাত ইতিবাচক ধারায় i‡q‡Q । ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম bq মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৩৬ শতাংশ। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৭.১৮ শতাংশ ,যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৮.৯৯ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০১১-১২ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে) ৯.৭৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, গত অর্থবছরে যা ছিল ৯.৪৫ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৪.১১ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৬৩ শতাংশ। মূলত we`¨Z উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ‡e‡o যাওয়ায় এ খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি e× পেয়েছে। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে এ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫১ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৫১ শতাংশ।

সেবা খাত

২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক সেবা (broad service) খাতের মধ্যে আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাত I পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাত ব্যতীত অন্য সকল খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। mvgwqK wnmv‡e, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৬.৩১ শতাংশ) থেকে nvm পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৫.৮৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। হোটেল ও রেঁস্তোরা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৭.৫৫ শতাংশ) তুলনায় প্রায় একই থাকবে (৭.৬০ শতাংশ) বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে ৬.৫৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬৯ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধিতে ডাক ও তার যোগাযোগ সেবা Ges আকাশ পথ পরিবহন উপখাত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ `wU উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে h_vµ‡g 9.24 I 10.61 শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ `wU উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে h_vµ‡g ১০.০১ I 8.26 শতাংশ। অন্যদিকে এ খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে স্থল পথ পরিবহন এবং সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলানায় e× পেয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.৫২ শতাংশ, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৬৪ শতাংশ। এ খাতের তিনটি DcLv‡Zi g‡a¨ `wU DcLv‡Zi প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার এ বছর ৪.০৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৩.৯৬ শতাংশ। সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.০৭ শতাংশ, ৮.৬১ শতাংশ, ৭.৯৪ শতাংশ এবং ৪.৭৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৪.৯০ শতাংশ, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৫৮ শতাংশ। কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপখাতেরই অবদান চলতি অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে চলতি অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় (৪.৪৩ শতাংশ) কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি খাতের আবদান দাঁড়িয়েছে ১৯.২৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল ২০.০১ শতাংশ।

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন উপখাতের দাঁড়িয়েছে ১.২৬ শতাংশ, ২০১০-১১ A_eQ‡iI যা ছিল ১.২৬ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অবদান ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৮.৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২

অর্থবছরে ১৯.০১ শতাংশে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে সামান্য e‖× পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩১.২৬ শতাংশ, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৩০.৩৮ শতাংশ।

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৯.৪৫ শতাংশ, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৪৯.৬০ শতাংশ । সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি অর্থবছরে ১৪.২৬ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৮৫ শতাংশ), কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৬.৬১ শতাংশ)।

সারণি ২.৪ঃ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

খাত/উপখাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
১। কৃষি ও বনজ	১৬.৬৪	১৬.১৮	১৫.৯১	১৫.৮১	১৫.৫৮	১৪.৯০
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১২.০০	১১.৬৪	১১.৪৩	১১.৪২	১১.৩২	১০.৭৪
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৮৮	২.৭৯	২.৭৩	২.৬৫	২.৫৮	২.৫০
গ) বনজ সম্পদ	১.৭৬	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৩	১.৬৯	১.৬৬
২। মৎস্য সম্পদ	৪.৭৩	৪.৬৫	৪.৫৮	৪.৪৯	৪.৪৩	৪.৩৯
৩। খনিজ ও খনন	১.১৮	১.২১	১.২৫	১.২৯	১.২৬	১.২৬
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৭২	০.৭৪	০.৭৬	০.৭৭	০.৭৩	০.৭১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৬	০.৪৭	০.৫০	০.৫১	০.৫৩	০.৫৫
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৭.৫৫	১৭.৭৭	১৭.৯০	১৭.৯৪	১৮.৪২	১৯.০১
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১২.৪৭	১২.৬৩	১২.৭১	১২.৬৮	১৩.২০	১৩.৭৫
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫.০৮	৫.১৪	৫.১৮	৫.২৬	৫.২২	৫.২৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৫৭	১.৫৯	১.৫৯	১.৬০	১.৬০	১.৭২
ক) বিদ্যুৎ	১.৩০	১.৩১	১.৩১	১.৩২	১.৩৩	১.৪৫
খ) গ্যাস	০.১৯	০.১৯	০.১৯	০.২০	০.১৯	০.১৮
গ) পানি	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	৯.১৫	৯.১৩	৯.১২	৯.১০	৯.০৯	৯.২৭
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	১৪.২৪	১৪.৩৭	১৪.৪১	১৪.৩৬	১৪.৩৩	১৪.২৬
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬৯	০.৭০	০.৭১	০.৭২	০.৭৩	০.৭৪
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.১৮	১০.৪৪	১০.৬৫	১০.৭৯	১০.৭০	১০.৭২
ক) স্থল পথ পরিবহন	৬.৫০	৬.৪২	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.২১	৬.১৮
খ) পানি পথ পরিবহন	০.৮৫	০.৮২	০.৭৯	০.৭৫	০.৭২	০.৬৯
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১২	০.১৩
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩২	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.৪০	২.৭৬	৩.০২	৩.২১	৩.৩১	৩.৪০
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৭৬	১.৮১	১.৮৬	১.৯৫	২.০১	২.০৭
ক) ব্যাংক	১.৩১	১.৩৪	১.৩৮	১.৪৪	১.৪৭	১.৫১
খ) বীমা	০.৩৭	০.৩৯	০.৪০	০.৪৩	০.৪৫	০.৪৬
গ) অন্যান্য	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৭.৬৪	৭.৪৯	৭.৩৪	৭.১৮	৭.০০	৬.৮৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৭৫	২.৭৬	২.৭৮	২.৮৪	২.৯২	২.৯১
১৩। শিক্ষা	২.৫৪	২.৫৮	২.৬৪	২.৭১	২.৭৮	২.৮৪
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২৯	২.৩১	২.৩৪	২.৩৮	২.৪২	২.৪৫
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.০৯	৭.০১	৬.৯৩	৬.৮৩	৬.৭১	৬.৬১
জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র-২.২-এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ১৯৯৬-৯৭) দেশজ উৎপাদে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)									
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২০.২৯	২০.০১	১৯.২৯
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৯৩	৩০.৩৮	৩১.২৬
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.৭৮	৪৯.৬০	৪৯.৪৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)									
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৪.৯৪	৫.২৪	৫.১৩	২.৫৩
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৭৪	৬.৪৯	৮.২০	৯.৪৭
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৪০	৬.৪৭	৬.২২	৬.০৬
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.০২	৬.২২	৬.৫৯	৬.৩৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত তিন দশকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।

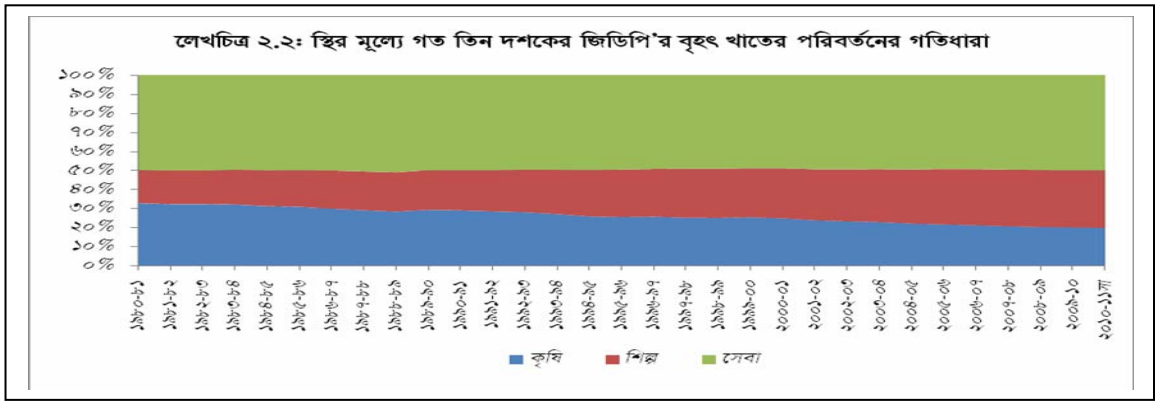

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ এ জিডিপি'র শতকরা হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাময়িক হিসাবে ২০১১-১২ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি'র ০.০৮ শতাংশ nvm পেয়ে জিডিপি'র ৮০.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকা ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় ‡gv‡Ui Dci বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ২.৭ হতে দেখা যায়, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.৩১ শতাংশ ও ৩০.২১ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.২৯ শতাংশ ও ২৮.৭৮ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.৩৭ শতাংশ ও ২৯.৪০ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় e‖× পেয়েছে। ভোগব্যয় mvgvb¨ nvm পাওয়ায় I দেশজ সঞ্চয় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি e‖× পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় e‖× পেয়েছে।

সারণি ২.৬ঃ চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৪৯১৯০৮	৫৬৭১০৪	৬৪১১৩১১	৭২৪২৮২	৮৪৩৩১০	৯৭০৪০৭
২. ভোগ	৩৭৬৩১৭	৪৩৪৯৭১	৪৯১২৯১	৫৫৪৭৭১	৬৪৩০২২	৭৩৭৬৩১
সরকারি	২৬১০৬	২৮৮৩১	৩২৩৫৪	৩৭২৭২	৪৬০৮৭	৫১৮১২
বেসরকারি	৩৫০২১২	৪০৬১৪০	৪৫৮৯৩৯	৫১৭৪৯৯	৫৯৬৯৩৫	৬৮৫৮১৯
৩. বিনিয়োগ	১১৫৫৯০	১৩২১৩২	১৪৯৮৩৯	১৬৯৫১১	২০০৩৭৮	২৩২৭৭৬
সরকারি	২৫৭২৯	২৭০৪২	২৮৮৯৮	৩৪৮২০	৪৪৯৩৪	৫৭৬৭২
বেসরকারি	৮৯৮৬২	১০৫০৯০	১২০৯৪২	১৩৪৬৯১	১৫৫৪৪৪	১৭৫১০৪
৪. নীট রপ্তানি	-৩২৭২৩	-৪৫৯১৪	-৪৩৮০৩	-৪৫৮৯৫	-৬৯৩৯০	-৯৪৪৬৪
৫. মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	৪৫৯১৮৫	৫২১১৯০	৫৯৭৩২৮	৬৭৮৩৮৬	৭৭৪০১০	৮৭৫৯৪৩
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮৩	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৪৭৮৪
৭. পরিসংখ্যানিক পার্থক্য	১৩২৯২	২৪৬৩৮	১৭৪৬৭	১৫৯৩৮	২২৬৯৪	৩৮৮৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৪৫ শতাংশে, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৫.১৫ শতাংশ। এরমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.৫১ শতাংশ থেকে nvm পেয়ে ১৯.১৪ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৫.৬৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২*
১. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৩৫	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.৩৭
সরকারি	১.৪১	১.৩৫	১.৩২	১.৩৫	১.৩৮	১.৩৬
বেসরকারি	১৮.৯৪	১৮.৯৬	১৮.৭৭	১৮.৭৫	১৭.৯১	১৮.০১
২. বিনিয়োগ	২৪.৪৬	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৫.৪৫
সরকারি	৫.৪৫	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.৬৪	৬.৩০
বেসরকারি	১৯.০২	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৫১	১৯.১৪
৩. RvZxq mÂq	২৮.৬৬	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.৪০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

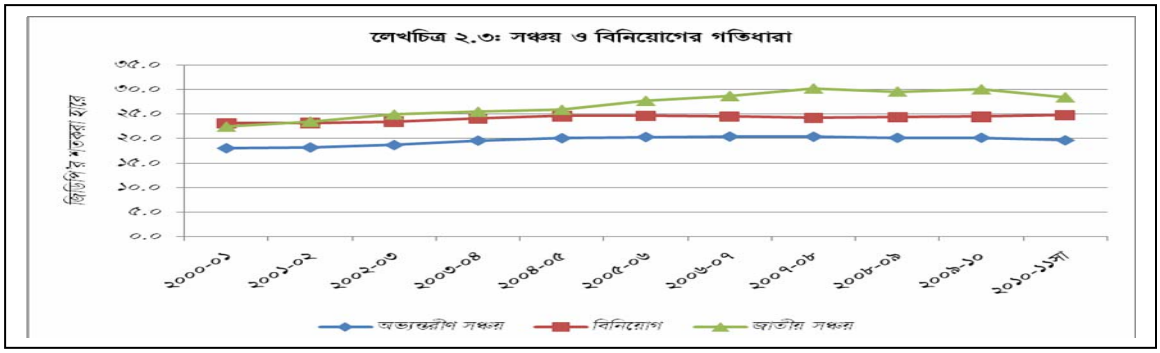

বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা (infrastructure deficit) দূরীকরণের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে Road map বাস্তবায়ন, জ্বালানির চাহিদা মেটাতে নতুন কূপ খনন, এলএনজি আমদানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।